একটি অনিঃশেষ সৌহার্দ্য

অতীশ দাশগুপ্ত

আমরা যখন ষাটের দশকের প্রথমার্ধে প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র তখনও অধ্যাপকদের জগতে কিছু নক্ষত্রের সমাবেশ ছিল। সংস্কৃত সাহিত্য ও প্রাচীনভারতীয় ইতিহাসের বিষয়ে পাঠদানরত সংস্কৃত কলেজের কয়েকজন অধ্যাপকও ছিলেন সেই উজ্জ্বল সমাবেশের অন্তর্ভুক্ত। প্রেসিডেন্সী ও সংস্কৃত কলেজের তৎকালীন অধ্যাপকদের মধ্যে ইংরেজী ও সংস্কৃত সাহিত্যে দুইদিকপাল কর্ণধার ছিলেন তারকনাথ সেন ও গৌরীনাথ শাস্ত্রী। সে সময়ে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্ব ও অর্পিত ছিল গৌরীনাথ শাস্ত্রীর উপরে। আপাতদৃষ্টিতে দুই দিকপাল অধ্যাপকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে পার্থক্য ছিল, এঁদের কর্মকাণ্ডের জগতেও ছিল আপেক্ষিক তারতম্য। তাই ওঁদের পরস্পরের মধ্যে যে বহুদিনের গভীর বন্ধুত্ব বিদ্যমান তা আমরা ছাত্রাবস্থায় বিশেষ জানতে পারিনি। সেই বন্ধুত্বের গভীরতার কথা আমার জানার সৌভাগ্য হয় গৌরীনাথ শাস্ত্রীর জীবনের সায়াহ্নে তাঁর সান্নিধ্যে এসে, বিশেষত ১৯৮৬-৯২ সালের বিন্যাসে পাঁচ-ছয় বছরে। তার প্রায় কুড়ি বছর আগে সত্তরেরদশকে অধ্যাপক তারকনাথ সেনের জীবনাবসান ঘটেছে। আচার্য গৌরীনাথ প্রয়াত হয়েছেন ১৯৯২ সালে। শাস্ত্রীমহাশয়ের মুখে বিভিন্ন প্রেক্ষিতে যা শুনেছি তার সামগ্রিক বর্ণনার অবকাশ এখানে নেই। শুধু দুটি ঘটনার উল্লেখ করব যা সাম্প্রতিক কালের গড্ডালিকা-স্রোতে হয়তো প্রণিধানযোগ্য।

প্রথম ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯২০-এর দশকে, যখন তারকনাথ সেন ও গৌরীনাথ ভট্টাচার্য (পরে 'শাস্ত্রী' উপাধিতে ভূষিত) প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হয়েছেন প্রথম বর্ষের ছাত্র হিসেবে। দুজনই উত্তর কলকাতার উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে এসেছিলেন, পড়েছিলেন মাতৃভাষায় স্থানীয় বিদ্যালয়ে। এবং এন্ট্রান্স পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়েছিলেন মেধাবী ছাত্রদের তালিকায় উচ্চস্থান লাভ করে। তখন প্রেসিডেন্সী কলেজে ইংরেজী সাহিত্য বিভাগের প্রধান ছিলেন প্রবাদপ্রতিম অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। তিনি নিজে প্রথম বর্ষের 'জেনারেল ইংলিশ' ক্লাশে পড়াতে উন্নাসিক ছিলেন না। বরং জহুরীর মতো অনুসন্ধান করতেন কোন্ মেধাবী ছাত্রটি পরে ইংরেজী সাহিত্যের সাম্মানিক শাখায় যোগদান করতে প্রস্তুত হতে পারে। প্রতাপশালী অধ্যাপক ঘোষের স্বভাব ছিল রাশভারী।

এবারে ফিরে যাওয়া যাক আচার্য গৌরীনাথ শাস্ত্রীর স্মৃতিচারণায়: "ফার্স্ট ইয়ারে জেনারেল ইংলিশের প্রথম ক্লাশ নিতে এসেছেন স্বয়ং প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। আমরা কলেজে সবে পা দিয়েছি, সকলেই নতুন, পরস্পরের সঙ্গে পরিচয়ও সম্পূর্ণ হয়নি। সেই প্রথম পিরিয়ডে আমাদের সকলেরই কিছুটা বুক দুরদুর করছিল। 'রোলকল' করার পর অধ্যাপক ঘোষ ইংরেজীতে মার্জিত উচ্চারণে গম্ভীর গলায় বললেন: 'তোমরা এক একজন নিজে থেকে বলো তো শেকসপীয়ারের অন্তত একটি ট্রাজেডি মুল সংস্করণে সম্পূর্ণ পড়েছ কিনা? পড়ে থাকলে, তার থেকে দুটি লাইন আবৃত্তি করে শোনাতে পারবে।'

আমাদের গলা থেকে প্রথমে স্বর বেরোতে চায় না। কারণ তখনও আমাদের দৌড় চার্লস ল্যাম্ব সম্পাদিত শেকসপীয়ারের গ্রন্থাবলীর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। মূল সংস্করণে কোনো ট্র্যাজেডির দু'একটি লাইন হয়তো বিক্ষিপ্তভাবে জানি। আমরা দু'চার জন তাই আবৃত্তি করে শোনাতে চেষ্টা করলাম। অধ্যাপক ঘোষ সন্তুষ্ট হলেন না।

এমন সময় পিছনের বেঞ্চ থেকে সাধারণ ধুতি-পাঞ্জাবী পরিহিত একটি ফর্সা রোগা লাজুক ছেলে হাত তুলল, তার চোখে চশমা। অধ্যাপক ঘোষ বললেন: 'ইয়েস্'। ছেলেটি পরিষ্কার উচ্চারণে বলল: 'স্যার, আই হ্যাভ রেড অল্ দি ট্র্যাজেডীজ, অ্যান্ড মোস্ট অফ দেম্ ইন অরিজিনাল্'। অধ্যাপক ঘোষ এবারে মন দিয়ে ছেলেটিকে দেখলেন। এই প্রথম ওঁর মুখে স্মিত হাসির আভাস পাওয়া গেল।

ছেলেটিকে উৎসাহ ভরে জিজ্ঞেস করলেন: 'রিয়েলি?' ছেলেটি মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। উনি বললেন: 'দেন্ গো অ্যাহেড্, মাই বয়'।

ছেলেটি ধীরে ধীরে 'ম্যাকবেথ', 'হ্যামলেট' ও 'কিংলীয়ার' থেকে দু'তিনটি লাইন সুন্দর উচ্চারণে আবৃত্তি করে শোনাল। অধ্যাপক ঘোষ সানন্দে বললেন: 'দ্যাট্স্ অল্ ফর দি প্রেজেন্ট্! গুড্ ভেরী গুড্'।

সেই ছেলেটিই তারকনাথ সেন। ক্লাশ শেষ হওয়ার পর ছেলেটির সঙ্গে আলাপ করে আলাপ করি সাগ্রহে। ছেলেটি মিশুকে প্রকৃতির নয়, তবে আমার সঙ্গে ভাব হওয়ার ক্ষেত্রে খুবসময় লাগেনি। সেই যে বন্ধুত্বের বাঁধন শুরু হলো, তা নিবিড়ভাবে অব্যাহত থাকল সত্তর দশকে তারকের তিরোধান পর্যন্ত।"

আচার্য গৌরীনাথ শাস্ত্রী আরও বলেছিলেন: "আমাদের বন্ধুত্বের ভিত্তি তৈরি হয়েছিল কয়েকটি নির্দিষ্ট কারণে। দু'জনই কলেজের লাইব্রেরিতে সাহিত্যের বই পড়তাম মূল সংস্করণে, শুধু ইংরেজী সাহিত্যের নয়, বাংলা এবং সংস্কৃত সাহিত্যেরও পরে তারক গ্রীক্ভাষা আয়ও করেছিল, মূল গ্রীক সাহিত্য পড়বার জন্য। সব সময় যে বই পড়তাম তাই নয়। আমি তো ফুটবল খেলতাম। মাঝে মাঝে কলেজের পরে আমরা দুই বন্ধু বাড়িতে না জানিয়ে 'স্টার' ও 'শ্রীরঙ্গম' থিয়েটারে নাটক দেখতে চলে যেতাম। দুজনে যখন অধ্যাপক হলাম প্রেসিডেন্সী কলেজে তিরিশের দশকে, তখন ও পরবর্তীকালে শিশির ভাদুড়ীর 'আলমগীর' বা 'মিশরকুমারী' এবং অন্যান্য নাটক শ্রীরঙ্গমে আমরা কতবার একসাথে দেখেছি।

তারক আমাকে বোঝাতো; 'দ্যাখ্ গৌরী, শিশিরবাবুর অভিনীত নাটক একবার দেখে তৃপ্ত হওয়া যায় না। উনি প্রতিদিনই নতুন কিছু মাত্রা সংযোজন করেন। এত ক্রিয়েটিভ্, গিরীশবাবুর পরে বাংলার নাট্যমঞ্চে এরকম অভিনেতা আর বেশি কেউ আসেননি। তবে, খুঁটিয়ে দেখবি, শিশির ভাদুড়ী গিরীশ ঘোষের থেকে অনেক আধুনিক।' আমি নিজে ছাত্রজীবনে কয়েকবার সংস্কৃত নাটক মঞ্চস্থ করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু নাট্যসমালোচনা আমি শিখেছি তারকের কাছ থেকে। আমাদের বন্ধুত্বের আরেকটি সূত্র নিহিত ছিল সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির একটি প্রসঙ্গে। তারক ও আমি দুজনেই ছিলাম মনে-প্রাণে উত্তর কলকাতার ধুতি-পরা বাঙালী। তারক একটু ঘর-কুনোও ছিল, কলকাতার বাইরে ঘুড়মুড় করে বেরিয়ে পড়া সে বিশেষ পছন্দ করত না।"

এবারে দ্বিতীয় ঘটনাটির উল্লেখ করা যাক, যার মাধ্যমে দুই দিকপাল অধ্যাপকের বন্ধুত্বের গভীরতর সূত্রের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে যা হয়তো সাম্প্রতিক সমাজে দুষ্প্রাপ্য। তবে প্রথম ঘটনাটিও স্বচ্ছভাবে দেখিয়ে দেয় যে, মাত্র ১৫ বছর বয়সে শেকসপীয়ারের অধিকাংশ ট্র্যাজেডি মূল সংস্করণে পড়ে ফেলার জন্য ইংলিশ-মিডিয়াম—নির্ভর, 'সার্ট-প্যান্ট-টাই'— পরিহিত শিক্ষাপ্রণালী একান্ত আবশ্যক নয়। আমরা আরও জানতে পারি, বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে সক্রিয় যোগাযোগ রাখা— তারকনাথ সেন যেরকম সচেতন ও তন্ময়ভাবে শিশির ভাদুড়ীর নাটক দেখতেন উত্তর কলকাতার নাটামঞ্চে— ইংরেজী সাহিত্য-সাধনার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না।

দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে ষাটের দশকের প্রথম দিকে, যখন আচার্য গৌরীনাথ শাস্ত্রী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ। তারকনাথ সেন তখন প্রেসিডেন্সী কলেজে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনায় নিমগ্ন। তবে তাঁর শরীর ভাঙতে শুরু করেছে। তথাপি তিনি দুপুরে কলেজে এসে একতলায় লাইব্রেরির পাশের ঘরে একের পর এক ক্লাশ নিচ্ছেন, শেকসপীয়ারের নাটক বিশ্লেষণের প্রয়োজনে বিকেল অতিবাহিত করে সন্ধ্যা পর্যন্ত। তারপর লাইব্রেরিতে কিছুক্ষণ পড়ে বাড়ি ফিরে, অল্প আহার ও বিশ্রাম নিয়ে, তারকনাথ সেন ভোররাত পর্যন্ত পড়াশুনো করেছেন একাগ্রচিত্তে। অন্যদিকে, সংস্কৃত কলেজে তখন গৌরীনাথ শাস্ত্রী পড়াচ্ছেন সংস্কৃত সাহিত্য এবং একইসাথে, কলেজে সৃচনা করেছেন প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার এক গৌরবময় অধ্যায়। আবার কাজের ফাঁকে দুই বন্ধু সপ্তাহান্তে গল্পও করছেন খোলা মনে, তাতে সাহিত্যচর্চার সঙ্গে মিশে থাকছে উত্তর কলকাতার বনেদী আড্ডার মেজাজ। অবশ্য তারকবাবুর সেই মেজাজের সন্ধান তাঁর বিভাগের বিদগ্ধ অধ্যাপকবৃন্দ বা প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা বিশেষ পেতেন না। অধ্যাপক তারকনাথ সেন সাধারণত যে পড়াশুনোর পরিবেশের মধ্যে অধিকাংশ দিন অতিবাহিত করতেন সেখানে বিরাজ করত একধরনের উচ্চকোটির মননশীলতা, যার ইংরেজী প্রতিশব্দ 'হাই সিরিয়াস্নেস্'।

এবারে আবার ফিরে যাওয়া যাক আচার্য গৌরীনাথ শাস্ত্রীর স্মৃতি চারণায়: "আমি সংস্কৃত কলেজে এক বর্ষণমুখর অপরাহ্নে শেষ পিরিয়ডে মন দিয়ে পড়াচ্ছিলাম। হঠাৎ বেয়ারা ক্লাশে এল অনুমতি নিয়ে এবং একটি 'স্লিপ' রেখে চলে গেল। 'স্লিপ'টি পাঠিয়েছে তারক। তার সুন্দর হাতের লেখায় লিখেছে: 'গৌরী, আমি একতলায় তোর জন্য অপেক্ষা করছি। ক্লাশ শেষ হলে অবিলম্বে চলে আয়। বড়ো দুশ্চিন্তায় আছি, তোর সাথে আলোচনা করা প্রয়োজন'। ক্লাশ শেষ হতে আর সময় বাকি ছিল। ঘন্টা পড়ার পরেই আমি সিড়ি দিয়ে নিচে নেমে দেখি সংস্কৃত কলেজের চত্বরের একপাশে তারক বিষণ্ণমুখে আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আমি ওকে নিয়ে পাশের ঘরে বসে জিজ্ঞেস করলাম: 'কী হয়েছে রে? খুলে বল্।' তারক জানাল: 'একটু আগে প্রেসিডেন্সী কলেজে ক্লাশ নিচ্ছিলাম। প্রিন্সিপাল নিজে এসে উচ্ছ্বসিতভাবে জানালেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ওঁকে টেলিফোনে বলেছেন আমার সাথে কাল রাইটার্সে কথা বলতে চান, কারণ মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী উভয়ই চাইছেন আমাকে রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরে ডি পি আই পদে অধিষ্ঠিত করতে। আমি প্রিন্সিপালকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম এটা আমার পক্ষে মোটেই সুসংবাদ নয়। নিজের পড়াশুনো বন্ধ হয়ে যাবে, ছাত্রছাত্রীদের পড়াতে পারব না। আমি বাঁচব কী নিয়ে? বড়ো বিপদে পড়েছি, তুই আমাকে বাঁচা' আমি তারকের মনের অবস্থা তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলাম, বললাম: 'তারক, তুই আজ বাড়ি চলে যা। আমি কাল সকালে রাইটার্সে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর সাথে নিজে কথা বলব। সাধ্যমতো চেষ্টা করব ওঁদের বোঝাতে। কী ফলাফল হয়, কাল বিকেলের মধ্যে তোকে প্রেসিডেন্সী কলেজে গিয়ে

● দশম পৃষ্ঠায় দেখুন

একটি অনিঃশেষ সৌহার্দ্য

● এগার পৃষ্ঠার পর

জানিয়ে আসব। তারক ধীরে ধীরে উঠল। ওর শরীর কয়েক বছর ধরে অসুস্থ হতে শুরু করেছিল, দোতলায় উঠতে অসুবিধা হয়, ট্রামে-বাসে চলতে পারে না। আমি ট্যাক্সি ডেকে দিলাম। তারক চিন্তিত মুখে সেদিন বাড়ি চলে গেল। পরের দিন রাইটার্সে গিয়ে প্রথমে তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী এবং পরে মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের সঙ্গে দেখা করলাম। ওঁরা আমাকে বিশ্বাস করতেন। তারকের সমস্যার গুরুত্বটি যখন ওঁদের বোঝালাম তখন উভয়ই প্রাথমিকভাবে বিস্মিত ও কিছুটা বিরক্ত ও হলেন। তথাপি ওঁরা শেষপর্যন্ত রাজি হলেন ডি পি আই নিয়োগের বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করতে। আমি প্রায় ছুটে গিয়ে প্রেসিডেন্সীকলেজে সংবাদটি তারককে জানালাম। তারকের যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল, আমাকে জড়িয়ে ধরে আন্তরিকভাবে বলল : 'গৌরী, তুই আমার কলেজ জীবনের বন্ধু বলেই সমস্যাটি বুঝতে পেরেছিলি'।

আচার্য গৌরীনাথ স্মৃতিচারণ শেষ করেছিলেন। আমি ওঁর শেষ বয়সের আশ্রয়স্থল দমমে শ্যামনগরের বাড়ি থেকে ফিরবার পথে কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। কানে বারংবার বাজছিল শাস্ত্রী মহাশয়ের মুখে শোনা অধ্যাপক তারকনাথ সেনের কথাগুলি: 'নিজের পড়াশুনো বন্ধ হয়ে যাবে, ছাত্র ছাত্রীদের পড়াতে পারব না। আমি বাঁচব কী নিয়ে?'

আমরা যারা এখন নিজেদের অধ্যাপক বলে পরিচয় দিয়ে থাকি, তারা কি একটু আয়নার সামনে দাঁড়াব? অবশ্য তারকনাথ সেন ও গৌরীনাথ শাস্ত্রীর সঙ্গে আমাদের দূরত্ব আয়নায় ধরা পড়বে না। তথাপি নিজেদের সম্বন্ধে স্ফীতকায় ধারণার পরিবর্তে সঠিক খর্বাকৃতিটি তো চিনতে পারব। নিরন্তর অধ্যয়ন ও গবেষণালব্ধ জ্ঞানে প্রস্তুত হয়ে প্রচারবিমুখভাবে ছাত্রদের পড়ানো শুধু ভালো ছাত্র তৈরি করার জন্য— তারকনাথ সেন কেবল এইটুকু চেয়েছিলেন। তার বিনিময়ে ডি পি আই-এর পদতো তুচ্ছ, তিনি তাঁর প্রিয় বন্ধুকে বলেছিলেন : 'আমি বাঁচব কী নিয়ে?'

আর আমরা?